প্রেস রিলিজ

তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০২৬

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর: জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র-রাজনীতির রূপান্তর নিয়ে বাউবি উপাচার্যের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (২২ নভেম্বর ২০২৬) সকাল ১০টায় সাভারে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বাউবি উপাচার্য বলেন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ নভেম্বর একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ঘটনাবহুল অধ্যায়। এ দিনকে কেবল একটি সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান কিংবা ক্ষমতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংঘটিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করলে এর প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বরং স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পরিচয় এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার গতিপথ নির্ধারণে এ দিনের ঘটনাপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক, শোষণমুক্ত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারকে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়নের অভিযোগ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমশ জটিল করে তোলে। ১৯৭৫ সালের অস্থির রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিভাজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, সে সময় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। এমন এক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ৭ নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ, জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাজনীতির রূপান্তরকে তাই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সমকালীন বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি, ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান, রাষ্ট্র ও রাজনীতির কাঠামোগত রূপান্তরে তাঁর বহুমাত্রিক ভূমিকা এবং এ ঐতিহাসিক ঘটনার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতার বিষয়গুলো বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলি মূল্যায়নে তথ্যনিষ্ঠতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।প্রধান আলোচক আরো বলেন, ইতিহাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা জরুরি। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, আইনের শাসন, জবাবদিহি এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনা ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ইতিহাসের যথাযথ চর্চা এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইতিহাসসচেতনতা গড়ে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্ব দেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য, জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান এবং স্বাধীনতাপরবর্তী রাষ্ট্র ও রাজনীতির রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

Main Campus: Gazipur-1705, Bangladesh, Phone: +88 02 996691119, IP: +88 09666730730, Ex. 777
e-mail: iprd@bou.ac.bd, Website: www.bou.ac.bd